মেহেরপুরে নিগমানন্দ পরমহংসদেবের ১৪৭তম জন্মোৎসব শুরু

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুরে সনাতন ধর্মগুরু শ্রীশ্রী স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের ১৪৭তম বার্ষিক সার্বভৌম জন্মোৎসব শুরু হয়েছে।

পবিত্র ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে কুতুবপুরস্থ শ্রীশ্রী গুরুধামে (ঠাকুরের জন্মভিটা) তিন দিনব্যাপী এ বর্ণাঢ্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

শুক্রবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় মঙ্গল আরতি, শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। রাতে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রী ঠাকুরের বিশেষ অধিবাস কীর্তন।

শনিবার (২৯ আগস্ট) সকাল থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ নারী-পুরুষ ও ভক্ত-অনুরাগীদের পদচারণায় ভৈরব নদীর তীরের ঐতিহাসিক কুতুবপুর আশ্রম প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। অনেক ভক্ত পরিবারের সদস্য ও শিশুদের সঙ্গে নিয়ে এ উৎসবে যোগ দিয়েছেন।

নিগমানন্দ পরমহংসদেবের ভক্ত-অনুরাগী ছড়িয়ে রয়েছে ভারত, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রতি বছরের মতো এবারও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুলসংখ্যক ভক্ত জন্মোৎসবে অংশ নিতে কুতুবপুরে সমবেত হয়েছেন।

উৎসবের প্রধান কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে মঙ্গল আরতি ও ঊষা কীর্তন, গুরুপূজা ও বিশেষ প্রার্থনা, ধর্মীয় আলোচনা সভা এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ।

আয়োজক কমিটি ও স্থানীয় ভক্তরা জানান, নিগমানন্দ পরমহংসদেবের জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই কুতুবপুর ধাম একটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভক্তদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে স্থানীয় প্রশাসন ও

স্বেচ্ছাসেবকরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আগামী ৩০ আগস্ট মহাসমারোহে তিন দিনব্যাপী এ সার্বভৌম জন্মোৎসবের সমাপ্তি হবে।

মেহেরপুরে ১০৮টি হারানো মোবাইল ও ১৭ লাখ টাকা উদ্ধার করলো পুলিশ

মেহেরপুরে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের অভিযানে উদ্ধার হওয়া ১০৮টি হারানো মোবাইল ফোন এবং প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া ১৭ লাখ ৪৩ হাজার টাকা প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেছে জেলা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উদ্ধার করা মোবাইল ফোন ও টাকা ভুক্তভোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

পুলিশ জানায়, ২০২৬ সালের জুন ও জুলাই এই দুই মাসে জেলার বিভিন্ন থানায় করা সাধারণ ডায়েরির (জিডি) ভিত্তিতে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ১০৮টি হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। একই সময়ে ২৬টি ফেসবুক আইডিও উদ্ধার করা হয়।

এ ছাড়া বিকাশ ও নগদের মাধ্যমে প্রতারণা করে হাতিয়ে নেওয়া অর্থের তিনটি মামলায় ১৬ লাখ ৮৪ হাজার টাকা এবং ভুলক্রমে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অন্যের কাছে চলে যাওয়া টাকা সংক্রান্ত ছয়টি জিডির ভিত্তিতে আরও ৫৯ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। সব মিলিয়ে উদ্ধার করা ১৭ লাখ ৪৩ হাজার টাকা প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ আরও জানায়, অনলাইন জুয়া, বিদেশে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে ভিসা জালিয়াতি, বিকাশ প্রতারণা ও অনলাইন কেনাকাটাসহ বিভিন্ন

ধরনের সাইবার অপরাধের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের আইনি সহায়তা দিতে কাজ করছে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সাইবার অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের দ্রুত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে অভিযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মেহেরপুরে হেযবুত তওহীদের সংবাদ সম্মেলন

হেফাজতে ইসলামের বিরুদ্ধে হেযবুত তওহীদের সদস্যদের নিয়ে মিথ্যাচার, ফতোয়াবাজি ও হুমকি’র অভিযোগ তুলে এর প্রতিবাদ এবং সদস্যদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে মেহেরপুর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছে হেযবুত তওহীদ।

আজ বৃহস্পতিবার মেহেরপুর প্রেসক্লাবে জেলা হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন হেযবুত তওহীদের কুষ্টিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক আমির মো. জসেব উদ্দীন। এতে সভাপতিত্ব করেন এবং লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মেহেরপুর জেলা হেযবুত তওহীদের সভাপতি মো. আব্দুস সালাম। আরও বক্তব্য দেন ঢাকা মহানগর উত্তরের আমির মো. শরিফুল ইসলাম, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আরিফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মাহমুদ।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত ১ আগস্ট নোয়াখালী জেলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হেফাজতে ইসলামের একটি সমাবেশে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেওয়া হয়েছে। সংগঠনটির দাবি, ওই সমাবেশে হেযবুত তওহীদের ইমাম ও সদস্যদের বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক ও হিংসাত্মক বক্তব্যের পাশাপাশি সংগঠনটির স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং দেশ থেকে উৎখাতের হুমকি দেওয়া হয়।

হেযবুত তওহীদের অভিযোগ, সমাবেশে অংশগ্রহণকারী নারীদের নিয়েও অবমাননাকর মন্তব্য করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রশাসনের দেওয়া নির্দিষ্ট শর্তগুলোও সমাবেশে যথাযথভাবে মানা হয়নি বলে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়। এছাড়া ফটিকছড়িতে হেফাজতে ইসলামের পক্ষ থেকে পেশ করা ৯ দফা দাবির ৬ নম্বর দফায় হেযবুত তওহীদকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা অভিযোগ করেন, এসব বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডের কারণে হেযবুত তওহীদের সদস্যদের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। তারা দাবি করেন, এর আগেও উগ্রবাদীদের ইন্ধনে পোরকরা গ্রামে হেযবুত তওহীদের ইমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিমের গ্রামের বাড়িতে কয়েক দফা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় সংগঠনটির দুই সদস্য নিহত এবং শতাধিক সদস্য আহত হয়েছেন বলেও সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়।

সংবাদ সম্মেলন থেকে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম এবং সচেতন নাগরিকদের উগ্রবাদ, মব সহিংসতা ও ধর্মীয় বিদ্বেষের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

আমঝুপি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সভাপতি মো. হাসিবুর জামান স্বপন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিএসসি হাবিবুর রহমান।

এ সময় বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. হাফিজুজ্জামান এবং সহকারী শিক্ষক মো. আবুল হাসান, মো. বশির

আহমেদ, মো. রাফিউল ইসলাম, মো. রকিবুল ইসলাম, মো. রাজু রহমান, মো. হাবিবুর রহমান, মো. রিপন, মো. ইব্রাহিম খলিল, মো. রুবেল হোসেন, মো. তুষার ইমরান, মোছা. শাহানাজ খাতুন ও নার্গিস চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। পরে শিক্ষার্থীরা হামদ ও নাত পরিবেশন করেন। হামদ-নাত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

এ সময় বক্তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন, আদর্শ ও মানবতার শিক্ষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে দোয়া করা হয়।

অনুষ্ঠানে মো. শহীদুল ইসলামসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন।

তালাক দেওয়ায় কলেজ ছাত্রীকে কুপিয়ে হাত বিচ্ছিন্নের অভিযোগ, অভিযুক্ত সায়ন আটক

প্রেম নয়, তালাক দেওয়াকে কেন্দ্র করে কলেজছাত্রী স্মৃতি খাতুনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে সায়ন নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। হামলায় স্মৃতির ডান হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মেয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে তার বাবা সেলিম হোসেন ও মা রেবেকা খাতুনকেও কুপিয়ে আহত করা হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সায়নকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে মেহেরপুর শহরের লর্ড মার্কেট এলাকায় ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবীর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আহত তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

অভিযুক্ত সায়ন শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী আবু তালেবের ছেলে। তিনি পেশায় ট্রাকচালক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেলিম হোসেন, তার স্ত্রী রেবেকা খাতুন ও মেয়ে স্মৃতি খাতুন নিজ বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত দেড়টার দিকে জানালা দিয়ে সেলিম হোসেনের বাড়িতে প্রবেশ করে সায়ন। এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্মৃতির ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।

একপর্যায়ে কুপিয়ে তার ডান হাত বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

স্মৃতির চিৎকার শুনে পাশের কক্ষ থেকে তার বাবা-মা ছুটে এলে সায়ন তাদের ওপরও ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। এতে তারা গুরুতর আহত হন। পরে সায়ন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

তাদের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে গুরুতর আহত তিনজনকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।
খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে যায়। ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিলেন সায়ন। বুধবার (২৬ আগস্ট)

সকাল ৭টার দিকে শহরের মল্লিকপাড়ার একটি আমবাগান থেকে তাকে আটক করে পুলিশ।

এদিকে, সকালে র্যাবের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবীর জানান, সায়ন ও স্মৃতির মধ্যে দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিছুদিন আগে তারা বিয়ে করেন। বিয়ের কয়েকদিন পর দাম্পত্য কলহের জেরে স্মৃতি সায়নকে তালাক দেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এ কারণেই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

তিনি আরও জানান, আটক সায়নকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে হামলার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

মেহেরপুরে তরুণীর হাত কুপিয়ে বিচ্ছিন্ন, অভিযুক্ত সায়ন আটক

মেহেরপুর শহরের লর্ড মার্কেট এলাকায় বাড়িতে ঢুকে এক তরুণীর ডান হাত কুপিয়ে কবজির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ উঠেছে সায়ন নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। মেয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে তরুণীর বাবা ও মাকেও কুপিয়ে আহত করা হয়। ঘটনার পর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত সায়নকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

বুধবার (২৬ আগস্ট) রাত দেড়টার দিকে লর্ড মার্কেট এলাকার ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন—লর্ড মার্কেট এলাকার ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেন, তাঁর স্ত্রী রেবেকা খাতুন এবং তাঁদের মেয়ে স্মৃতি আক্তার। হামলায় স্মৃতি আক্তারের ডান হাত কবজির ওপর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গুরুতর আহত তিনজনকে প্রথমে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত দেড়টার দিকে সায়ন সেলিম হোসেনের বাড়িতে প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্মৃতি আক্তারের ওপর হামলা চালান। একপর্যায়ে কুপিয়ে তাঁর ডান হাত কবজির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন।

স্মৃতির চিৎকার শুনে পাশের কক্ষ থেকে তাঁর বাবা-মা এগিয়ে এলে তাঁদের ওপরও হামলা চালানো হয়। এতে সেলিম হোসেন ও রেবেকা খাতুন আহত হন। পরে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান সায়ন।

চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে আহত তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটকের জন্য অভিযান শুরু করে।

পরে শহরের মল্লিকপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে সায়নকে আটক করে সদর থানা পুলিশ। অভিযুক্ত সায়ন ওই এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী আবু তালেবের ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবীর বলেন, “ঘটনার পর অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। হামলার কারণ ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।”

এদিকে, বাড়িতে ঢুকে এমন নৃশংস হামলার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কী কারণে এই হামলা এবং এর পেছনে কোনো পূর্ববিরোধ বা সম্পর্কের বিষয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মেহেরপুরে প্রেমিকার হাতের কব্জি কেটে বিচ্ছিন্ন করলো প্রেমিক, বাবা-মাও আহত

মেহেরপুর শহরে গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে প্রেমিকার ডান হাত কুপিয়ে কবজির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ উঠেছে সায়ন নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। মেয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে প্রেমিকার বাবা ও মাকেও কুপিয়ে আহত করে পালিয়ে যায় ওই যুবক।

মঙ্গলবার দিবাগত গত রাত দেড়টার দিকে শহরের লর্ড মার্কেট এলাকায় ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন—লর্ড মার্কেট এলাকার ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেন, তার স্ত্রী রেবেকা খাতুন এবং তাদের মেয়ে স্মৃতি আক্তার। এ ঘটনায় স্মৃতি আক্তারের ডান হাত কবজির ওপর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গুরুতর আহত তিনজনকে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।

অভিযুক্ত শায়ন শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী আবু তালেবের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত দেড়টার দিকে সায়ন সেলিম হোসেনের বাড়িতে প্রবেশ করে তার মেয়ে স্মৃতি আক্তারের ওপর

ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। একপর্যায়ে কুপিয়ে স্মৃতির ডান হাত কবজির ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মেয়ের চিৎকার শুনে পাশের কক্ষ থেকে তার বাবা-মা এগিয়ে এলে তাদেরও কুপিয়ে আহত করে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত যুবক।

পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করে। মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ন কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, অভিযুক্ত শাইওনকে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে। হামলার কারণ ও পূর্ববিরোধের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মেহেরপুরে রুকন সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর-১ আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর রুকনদের নিয়ে ‘রুকন সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা-২০২৬’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় মেহেরপুর জেলা ডিআইটি মিলনায়তন প্রাঙ্গণে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সদস্য মো. তাজউদ্দীন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাহবুব উল আলম, জেলা সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, জেলা বায়তুলমাল সম্পাদক মো. জারজিস হুসাইন, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, জেলা পেশাজীবী বিভাগের সভাপতি আল আমিন

ইসলাম বকুল, জেলা তারবিয়াত বিভাগের সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের আমির খান জাহান আলী এবং মেহেরপুর পৌর জামায়াতের আমির মো. সোহেল রানা ডলার।

এছাড়াও উপজেলা ও ইউনিয়ন সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও রুকনরা উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রম, দায়িত্বশীলদের ভূমিকা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মেহেরপুর আদালতের পিপি পুনঃনিয়োগ পেলেন সাইদুর রাজ্জাক

মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) হিসেবে পুনঃনিয়োগ পেয়েছেন অ্যাডভোকেট এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক (টোটন)।

গতকাল মঙ্গলবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগের (জিপি-পিপি শাখা) বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র সহকারী সচিব (পিপি-জিপি) মো. ফারুক হোসাইনের স্বাক্ষরিত এক পত্রে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

অ্যাডভোকেট এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক (টোটন) মেহেরপুর সদর উপজেলার শালিকা গ্রামের মৃত জহিরুল হামিদের ছেলে। তিনি ২০০৪ সালের ১৪ জুলাই আইনজীবী সমিতিতে যোগদান করেন।

এর আগে তিনি ২০২৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে একই বছরের ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর

হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পুনঃনিয়োগের মাধ্যমে তিনি পুনরায় মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

মেহেরপুর র্যাবের অভিযানে বিপুল ভারতীয় সিরাপ ও নগদ টাকা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় সিরাপ, নগদ টাকা ও মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেলসহ ইমন আহম্মেদ (২৪) নামে এক যুবককে আটক করেছে র্যাব-১২ মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে জীবননগর উপজেলার নতুনপাড়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। আটক ইমন আহম্মেদ উপজেলার নতুনপাড়া এলাকার বাসিন্দা জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার (ভারপ্রাপ্ত) সহকারী পুলিশ সুপার হান্নান হাওলাদার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জীবননগর উপজেলার সীমান্তবর্তী নতুনপাড়া এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হয়। এ সময় ইমন আহম্মেদকে আটক করা হয়।

পরে তাঁর কাছ থেকে ৫৪২ বোতল স্ক্যার্ফ সিরাপ ও ১১০ বোতল উইনক্যারেক্স সিরাপ, মোট ৬৫২ বোতল সিরাপ উদ্ধার করা হয়। এছাড়া তাঁর হেফাজত থেকে নগদ ১৬ লাখ ৭৫ হাজার টাকা এবং মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

উদ্ধার করা সিরাপগুলো ভারতীয়। সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে এসব সিরাপ বাংলাদেশে এনে মাদক হিসেবে সরবরাহ বা বিক্রির উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ নগদ টাকার উৎস নিয়েও তদন্ত চলছে।

র্যাব-১২ মেহেরপুর ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও পরিবহন বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবারের অভিযানটি পরিচালনা করা হয়। অভিযানে উদ্ধার হওয়া সিরাপ, নগদ টাকা ও মোটরসাইকেল আইনগত প্রক্রিয়ায় জব্দ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় আটক ইমন আহম্মেদের বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণির ১৪(গ)/৩৮/৪১ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

র্যাব জানিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা হবে। একই সঙ্গে মাদক চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।